যুগান্তর

তারিখ ...28 AUG 2007...
পৃষ্ঠা - [illegible] কলাম ৫....

জঙ্গিদের মাত্র ১৯ শতাংশ মাদ্রাসা থেকে এসেছে

বিইআই কৌশলপত্রে তথ্য

কূটনৈতিক রিপোর্টার

বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইস ইন্সটিটিউট (বিইআই) প্রণীত এক কৌশলপত্রে বলা হয়েছে, মাদ্রাসাকে সন্ত্রাসের চারণক্ষেত্র বলা হলেও এখন পর্যন্ত গ্রেফতার হওয়া জঙ্গিদের মাত্র ১৯ শতাংশ এসেছে মাদ্রাসা থেকে। তবুও মাদ্রাসা শিক্ষাকে মনিটর এবং আধুনিকায়নের সুপারিশ করা হয়েছে এই কৌশলপত্রে। এতে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সন্ত্রাসকে বিরাট হুমকি বলে অভিহিত করা হয়। কৌশলপত্রের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, সন্ত্রাস মোকাবেলায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তথ্য ও আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেন, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যে ধরনের সন্ত্রাস মোকাবেলা করতে হয়েছে তার জন্য সৌভাগ্যবশত বিদ্যমান আইনই যথেষ্ট ছিল। দেশের ভেতরে সন্ত্রাস একটি বড় হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে— এমন কোন নিশ্চিত সূত্র জানা যায়নি। কিন্তু বাইরে থেকে সন্ত্রাস আসার বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। উপদেষ্টা সন্ত্রাস মোকাবেলায় একটি উপযুক্ত কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

সোমবার ঢাকার গুলশানে 'বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইস ইন্সটিটিউট' মিলনায়তনে 'কাউন্টার টেরোরিজম ইন বাংলাদেশ : স্ট্র্যাটেজি পেপার' নামের এই কৌশলপত্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়েছে। ইন্সটিটিউটের প্রেসিডেন্ট সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ফারুক সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে দেশী ও বিদেশী কূটনীতিকসহ বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেন, জনগণের জীবনকে নিরাপদ এবং দেশের নিরাপত্তার জন্য বর্তমান সরকার সব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানানোর জন্য জোরালভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেশের জনগণের নিরাপত্তা বিধান করা এবং দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যে কোন সরকারের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। দেশে আইন-শৃংখলার অবস্থা পর্যালোচনা এবং সুষ্ঠু আইন-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার পুলিশ প্রশাসনে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী বলেছেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্রিটেন বাংলাদেশের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। বাংলাদেশের আইন-শৃংখলা বাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ জঙ্গি সন্ত্রাসীদের বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য প্রশংসা পেতে পারেন। কিন্তু সন্ত্রাসের মূল এখনও এই দেশে রয়ে গেছে। এজন্য সবাইকে মিলিতভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার বলেন, আমেরিকায় ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস একটি বড় হুমকি। সন্ত্রাস দমনে তাই সব প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সন্ত্রাস বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট এবং আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ডেস্কের মহাপরিচালক শহিদুল ইসলাম, বলেন, সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশ সরকারের অর্জন রয়েছে। ভবিষ্যতে সন্ত্রাস মোকাবেলায় বৈশ্বিক আঙ্গিকে ও প্রয়োজনের নিরীখে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহম্মদ ইবরাহিম, ঢাকায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ড. স্টিফেন ফ্রোয়েন, কানাডার হাইকমিশনার বারবারা রিচার্ডসন, ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার মুক্তা দত্ত তমার, সাবেক সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ, শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগের অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মন, সার্কের সাবেক মহাসচিব কিউএএমএ রহিম, সাবেক রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ, সাবেক রাষ্ট্রদূত আনোয়ার উল আলম, সাবেক রাষ্ট্রদূত তোফায়েল করিম হায়দার, সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জাতিসংঘ বিষয়ক ডেস্কের মহাপরিচালক মাসুদ বিন মোমেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক নাদিম কাদির, শ্যামল দত্ত, ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর, বিএনপি নেতা জহির উদ্দিন স্বপন প্রমুখ।